Department of Political Science

Dumkal College

For Semester I Honours Students

CC2 Understanding Political Theory (Approaches and Debates)

Synopses:

1. নিতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।
2. ডেভিড ঈস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গি।
3. নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ।
4. উত্তর আচরনবাদ।
5. রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় ধারণা।

প্র.

1. নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- 'মূল্যবোধ' (Values)। রাষ্ট্রনীতি চর্চার ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্যটি প্রাচীন; Plato-এর আদর্শ রাষ্ট্রের (Ideal State) ধারণা এর প্রাচীনত্ব প্রকাশ করে। রাষ্ট্রনীতি-অনুশীলনের নৈতিকভিত্তিতে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হবে শাশ্বত, চিরন্তন মূল্যবোধের মাধ্যমে- নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এই মত গ্রহণ করে। নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হল, সুতরাং, স্থান (Space) ও কাল (Time)-নিরপেক্ষ পূর্বনির্ধারিত মূল্যবোধ যা রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকে (নাগরিকদের) আদর্শ ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেয়। Fred M. Frohock-এর "Normative Political Theory" ( ) -গ্রন্থকে অনুসরণ করে এই মূল্যবোধ-ভিত্তিক নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জায়গাটি লক্ষণগুলোকে চিহ্নিত করা যায়:

i. রাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিষয়কে আলোচনার ভিত্তি হল "a priori values", প্রাথমিক (বাস্তব) ধ্যানধারণা নয়;

ii. সমাজ, রাষ্ট্র ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে সংগঠিত হবে নির্দিষ্ট, চিরন্তন মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে।

প্র. নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গি "উচিত"/"ঔচিত্য"-কেন্দ্রিক বক্তব্যকে প্রকাশ কর।

উ. নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল, প্রাতিষ্ঠানিকতার, 'রাষ্ট্র', 'রাষ্ট্র বাস্তবে কী?'- এই ধারণা অপেক্ষা 'রাষ্ট্রের কী হওয়া উচিত?'- এই ধারণার ভিত্তিতেই নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান হল রাষ্ট্র-সম্পর্কিত নীতিকে আলোচনা, এবং, 'রাষ্ট্রের কী হওয়া উচিত?'- এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের পর নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে, সাধারণতঃ, নির্দেশাবলী (Prescription) সংগঠিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে এই কারণেই 'Prescriptive App.' বলা হয়, যেহেতু বিশ্লেষণের পর কোনো সমস্যার/ঘটনার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে তার পরিমার্জনের, পরিবর্তনের নির্দেশ প্রদান করে। Plato, Hegel, Green প্রমুখের চিন্তায় এই দৃষ্টিভঙ্গি

DUMKAL COLLEGE • DUMKAL • MURSHIDABAD • ESTD 1999

বিষয়ে মানবীয় আচরণ অবহেলা করেছিলেন,

০৪. সনাতনবাদের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব অবস্থার (Reality) পরিবর্তে কল্পনা আদর্শ আদর্শবাদ ও কল্পনার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দান করে। রাষ্ট্র, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ও সামাজিক সম্পর্কের আদর্শ পরিণতি সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে, Plato-এর সুপরিকল্পিত "Ideal State"-এর ধারণা, দার্শনিকদের জন্য নির্ধারিত সাম্যবাদ, দার্শনিক-রাজার শাসন, শিক্ষা-পরিকল্পনা, অথবা, Rousseau-এর "সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত "General Will"-এর ধারণা এর দৃষ্টান্ত।

০৫. সনাতনবাদের দৃষ্টিভঙ্গি "অবরোহী পদ্ধতিকে (Deductive method) গ্রহণ করে ও এর ভিত্তিতে স্বতঃসিদ্ধ অনুমানের (Self-evident) সাহায্যে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতাকে স্বীকার করে, যেমন, Plato মানুষের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রকৃতির বিশেষ কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ অনুমানকে বিবেচনা করে ও রাষ্ট্রকে ব্যক্তির "Writ large" রূপে অবরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রহণ করে তাঁর ন্যায়-রাষ্ট্রের ধারণাকে সংবদ্ধ করেছিলেন,

০৬. সনাতনবাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমসাময়িক ঐতিহাসিক পরিবেশ ও অবস্থার অনুধাবন প্রয়াসী হয়; এবং George Sabine বলেছেন যে, এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের গুরুত্ব, কার্যকর ও বিবর্তনশীল অবস্থা ও সমস্যাবলীকে বুঝতে অধিকতর সাহায্যকারী হয়ে উঠতে পারে, সনাতনবাদীরা দৃষ্টিভঙ্গির, সুতরাং, যে "ঐতিহাসিক-বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ"-র (Historical-descriptive Analysis) এর সূচনা করে, তা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করে, A.V. Dicey-এর Law of the Constitution ( ), Harold Laski-এর "Parliamentary Government in England" বা Woodrow Wilson-এর 'Congressional Government'-এই

(ক) ডেভিড ইস্টনের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর। (David Easton's system analysis). ~~2nd Half~~

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশ্লেষণের সাবেকী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে, তা অভিজ্ঞতাবাদ বা আচরণবাদ নামে পরিচিত। ১৯০৮ সালে গ্রাহাম ওয়ালাস ও আর্থার বেন্টলে এই দৃষ্টিভঙ্গীর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন এবং ১৯২৫ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চার্লস মেরিয়ামের নেতৃত্বে আচরণবাদ একটি আন্দোলনে পরিণত হয়, এবং আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশে এই পর্বে অভিজ্ঞতাবাদী (Empirical) বিভিন্ন তত্ত্ব গড়ে উঠতে শুরু করে। গোষ্ঠীতত্ত্ব, মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি, ব্যবস্থা তত্ত্ব প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়। কিন্তু রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন বা গতিশীলতার ক্ষেত্রে এই সমস্ত তত্ত্ব যথেষ্ট উপযোগী ছিল না। সেকালের সমাজে অন্যতম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড ইস্টন তাঁর ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের গতিশীলতা ব্যাখ্যায় উদ্যোগী হন। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'The Political System' এবং ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'A Frame Work of Political analysis' ও 'A System analysis of Political Life' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করেছেন।

ইস্টন তাঁর ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বকে একটি সাধারণ (General Theory) বা সার্বজনীন তত্ত্ব হিসাবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিভাবে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুদীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্যে ও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে, তা পর্যালোচনা করাই ইস্টনের লক্ষ্য ছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ডেভিড ইস্টন বলেছেন— "রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল সেই সকল পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সমন্বয় যার মাধ্যমে কোন সমাজে মূল্য কর্তৃত্ব সম্পন্নভাবে বরাদ্দ হয় (Authoritative allocation of values)।" ইস্টনের মতে, সমাজের যে সমস্ত দাবি-দাওয়া মূল্যের কর্তৃত্ব সম্পন্ন বরাদ্দের সঙ্গে যুক্ত, রাজনৈতিক ব্যবস্থা সেই দাবি-দাওয়া নিয়ে গঠিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অবিচ্ছিন্ন হল সমাজের সেই প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থাকে অনুশীলনের দিকে যার মাধ্যমে সমাজে মূল্যের কর্তৃত্ব সম্পন্ন বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণ নানা কারণে মূল্যের কর্তৃত্ব সম্পন্ন বরাদ্দকে বাধ্যতামূলক বলে মনে করে, বলপ্রয়োগের ভয়ে অথবা সরকারের অনুমোদনের আশঙ্কায় কিংবা নিজের আইনের প্রতি আনুগত্য বোধের ফলে সমস্ত মূল্যের বরাদ্দকে বাধ্যতামূলক বলে মনে করে।

DUMKAL COLLEGE MURSHIDABAD

ইস্টন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি মুক্ত ব্যবস্থা (Open system) হিসাবে উল্লেখ করেছেন, কারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত হয় এবং সেই পরিবেশের দ্বারা তাকে আঘাত দেয়। ইস্টন মৌলিক সমাজকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশ হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী নন। তাঁর মতে, "রাজনৈতিক" ব্যবস্থার সীমানা নির্ধারিত হয় সেই সমস্ত পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যা মূল্যের কর্তৃত্বমূলক বরাদ্দের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মতে, প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে যে অসংখ্য উপব্যবস্থা (Subsystem) থাকে তাদের দুটি ভাগে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশ গড়ে ওঠে, তিনি ব্যবস্থার পরিবেশকে অন্তঃসামাজিক এবং বহিঃসামাজিক এই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। এই উভয় পরিবেশই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

ইস্টন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত (Self-regulating) এবং প্রতিক্রিয়াশীল বা সংবেদনশীল ব্যবস্থা হিসাবে উল্লেখ করেছেন, কারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কাজ চালাতে সক্ষম। পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু এর ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে না, বরং নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে তার সমস্ত কাজগুলো যোগসূত্র বজায় রাখে যার মাধ্যমে তাকে সুস্থির রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বা ভারসাম্যের প্রশ্নটি আলোচনা করতে গিয়ে ইস্টন উপকরণ (Input) এবং উৎপাদ (Output), এই দুটি ধারণার অবতারণা করেছেন। উপকরণ ও উৎপাদের মধ্যে যথার্থ ভারসাম্য থাকলে রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর উত্থাপিত দাবি (Demand) এবং ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন (Support) মিলে উপকরণ তৈরী হয়ে থাকে। এই দাবীগুলিকে যখন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্তে পরিণত করেন তখন সেগুলি উৎপাদে পরিণত হয়। অর্থাৎ উৎপাদ হল মূল্যের কর্তৃত্বমূলক বরাদ্দ।

উপকরণকে উৎপাদে পরিণত করার সামর্থ্যের উপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব নির্ভর করে। পরিবেশ থেকে উদ্ভূত দাবী রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাছে উত্থাপিত হয়। অতিরিক্ত দাবীর বোঝা (Load) রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চাপের সম্মুখীন করে। ফলস্বরূপ দাবীগুলি উৎপাদে পরিণত না হলে ব্যবস্থার উপর সমর্থনের ঘাটতি দেখা যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাছে অসংখ্য দাবী পেশ করা হলে এবং দাবীগুলির বক্তব্য বিপরীতমুখী হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়। ইস্টনের মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামর্থ্য (Capacity) অপরিসীম নয়। তাই এই কারণে ব্যবস্থার পক্ষে সমস্ত দাবীকে সিদ্ধান্তে পরিণত করা সম্ভব নয়। দাবীর অতিরিক্ত বোঝা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে কতকগুলি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা থাকে। রাজনৈতিক দল, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রভৃতি কাঠামোগুলি দাবীর বোঝা হ্রাসে এবং দাবীগুলির সমন্বয়সাধনে (Aggregation) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধও দাবীর চাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। গণমাধ্যমের সাহায্যেও দাবীর বোঝা হ্রাস করা যায়। তাছাড়া রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ প্রচারের সাহায্যে তার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে আনুগত্যের মনোভাব গড়ে তুলতে পারে, আইনবিভাগ, শাসন বিভাগ প্রভৃতিও দাবীর সামঞ্জস্য সাধনে এবং দাবীর বোঝা হ্রাসে ভূমিকা পালন করে।

DUMKAL

ইস্টনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা 'ফিড ব্যাক লুপ' (Feed back loop)। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের যারা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী বা উৎপাদন নির্ধারণের যে দায়িত্ব প্রতিপালন করে, তাঁদেরকে ফিডব্যাক উপাদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে 'কী ঘটছে' বিষয়ে অবগত থাকতে হয়। তবেই তারা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি সংশোধন করতে পারেন এবং পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা এবং উৎপাদন ও উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়।

একটি চিত্রের সাহায্যে ইস্টনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ তুলে ধরা হল। —

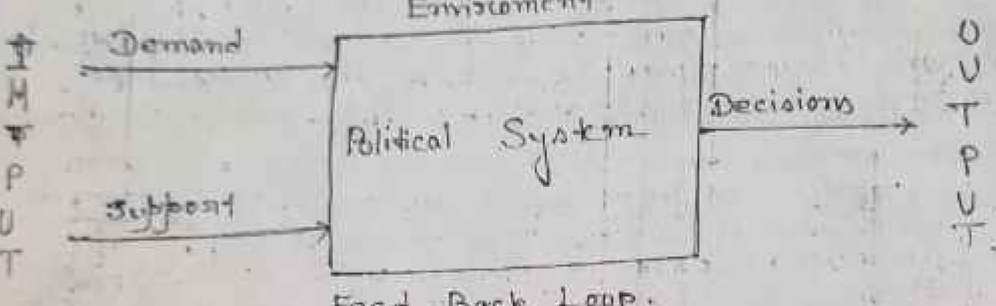

Feed Back Loop.

বিহেভিয়ারবাদীদের ইস্টনের ব্যবস্থা তত্ত্ব সুনিশ্চিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিকনির্দেশনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং তুলনামূলক রাজনীতিতেও এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটেছে। তবে ইস্টনের এই পদ্ধতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। রাজনৈতিক পরিবর্তন ইস্টনের আলোচনার বিষয় হলেও তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন বরং তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতারই পক্ষে। আর এই কারণেই তাঁর এ তত্ত্ব রক্ষণশীলতার দোষে দুষ্ট করতে পারে না। সমাজে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, বিপ্লব, যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপক পরিবর্তনকে এই তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বের বিকল্প সমাজবিজ্ঞান 'সর্বজনীন তত্ত্ব' গড়ে তোলাই ইস্টনের মূল লক্ষ্য ছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক উপাদানের যে ভূমিকা রয়েছে, ইস্টনের এ তত্ত্বে তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চায় নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর? [MARK - 15]

☐ সামাজিক এবং রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন থেকে আধুনিক কিংবা আধুনিক থেকে উত্তর আধুনিক - যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক সীমারেখার বাইরে একটি স্বতন্ত্র অন্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটেছে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিজেকে একটি বৈপ্লবিক, আত্মমর্যাদার বৈপ্লবিক এবং নবতম চারণিক দর্শন হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে চেয়েছেন এই মানবিক দর্শন হল নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Feminist approach) বা নারীবাদ (Feminism)। রাজনৈতিক চিন্তার প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ ভিত্তিক দৃষ্টিকোণকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক যৌক্তিকতাকে বর্জন করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি নারীর অবমূল্যায়নের চারিত্রিক দিকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ভূমিকা সংক্রান্ত মৌলিক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা নারীবাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং প্রাসঙ্গিক।

■ Chris beasly তার What is feminiism and Introduction to the feminist theory গ্রন্থে বলেছেন "feminist thinkers regards feminision as same how different from main stream as innovative, Inventive and rebellious..., from the point of view of the feminist writter, traditional or main stream western thought is better described as mail Stream."

■ রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে প্লেটো থেকে শুরু করে বিংশ শতক অবধি আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের মূল স্রোতের ধারা Main Streme বলা হয় তাকে MaleStreme বা পিতৃতান্ত্রিক ধারা হিসাবে নারীবাদীরা অভিহিত করেছেন। প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী, কেবলমাত্র পুরুষকেন্দ্রিক রাজনীতির চিন্তাধারার বিপরীতে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক চিন্তার সমালোচনা মূলক সংস্কারবাদী প্রবণতা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিষয় হিসাবে পরিচিত, বিদ্রোহী হয়েছে।

☐ মূল স্রোতের রাষ্ট্রবিজ্ঞান গবেষণা পত্র সংক্রান্ত নারীবাদ তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেছে কারণ ঐ গুলোতে প্রধানত কেবলমাত্র পুরুষ চিন্তাবিদদের রচনাই স্থান পেয়েছে নারীদের রচনা তত্ত্ব এখানে অবাঞ্ছিত হিসাবে গ্রাহ্য। নারীবাদীদের মতে এটি একটি পরিকল্পিত নারী বিদ্বেষ বা - Misogyny এবং তাকে বর্জন করা দরকার। নারীবাদীরা আরো মনে করে যে তাদের পাঠ্যতালিকা গবেষণা পত্র গুলিতে মূল স্রোতের পিতৃতান্ত্রিক ঝোঁক বাহিত রাষ্ট্র দর্শন গ্রাস করে নিয়েছে। এর ফলেই পিতৃতান্ত্রিক প্রবণতা রাজনৈতিক সামাজিক কর্মজীবন থেকে নারীকে উচ্ছেদ করা, প্রান্তবাসীকরণ এবং তাদের ভূমিকাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার কাজে লিপ্ত হয়েছে। যে কারণে খ্যাতনামা স্পষ্ট ভাবে বলেছেন social and political theory was, and for the most parthas is, written by men for men and about men.

☐ রাজনৈতিক তত্ত্বের পিতৃতান্ত্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধে নারীবাদী ভাবনায় যা মূলত কোন গুলিকে তিনটি দিক থেকে তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলি হল - (i) - অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ (ii) বর্জন ও মূল্যায়নের বিনির্মাণ এবং (iii) - বিনির্মাণ ও পুনর্বিবেচনার দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রথমত : অন্তর্ভুক্তির দৃষ্টিকোণ:- প্রাথমিক সাম্যবাদীরা রাজনৈতিক তত্ত্বে নারীবাদী আলোচক তাঁদের বলা হয়েছে কর্তৃক পুরোনো তত্ত্বে অন্যায় ভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। নতুন ক্ষমতাশালীদের মূল তত্ত্বের পুনঃ স্থাপন করা। একে বলা হয় An allusion addition theory i.e. উদাহরণ vindication of rights of women (১৭৯২) এই গ্রন্থের প্রণেতা মেরি উলস্টোনক্রাফট এর উদার নারীবাদী মতামত ও দাবী এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সরকারের ক্ষেত্রে, আইনের ক্ষেত্রে, নারীর সমান অধিকার ও সমান সুযোগ সৃষ্টির দাবি এই দৃষ্টিকোণের কেন্দ্রীয় বিষয়। নারীবাদের বিকাশের এই স্তরকে বলা হয় First wave বা প্রথম ঢেউ। পরবর্তীকালে হ্যারিয়েট টেলার, জে. এস. মিল, লুসি স্টোন, এলিজাবেথ স্ট্যানটন প্রমুখেরা নারীর সমান অধিকারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। উদারনারীবাদের এই অন্তর্ভুক্তির প্রবক্তা সমাজে প্রচলিত রীতি নীতিকে আশ্রয় করেছে।

(ii) বর্জন ও নতুন তত্ত্ব নির্মাণ:-
নারীবাদের দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি র‍্যাডিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি নামে পরিচিত। এর মূল প্রবক্তা হলেন L. Clark এবং L. Lange এদের মতে Traditional political theory is utterly bankrupt in the light of present (Feminist) perspective বলেছে এই অপ্রাসঙ্গিক ও অব্যবহার্য রাষ্ট্রতত্ত্বকে সমালোচনা করো, প্রত্যাখ্যান করো, এবং নতুন করে শুরু করো। Beasly এই নারীবাদী চিন্তা কে বলে Go back to the drawing bord। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পিতৃতন্ত্রের মধ্যে পুষ্ট কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির কোনো প্রকল্প শুরু হতে পারে না। তাই তাকে মুছে ফেলে নতুন করে শুরু করতে হবে এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের পুনর্বিন্যাস ঘটাতে হবে।

(iii) বিনির্মাণ এবং পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ:-
নারীবাদের তৃতীয় দৃষ্টিকোণ হল Deconstruct and Transform অর্থাৎ বিনির্মাণ এবং পরিবর্তন। এই চিন্তনের আদর্শে পিতৃতান্ত্রিকতার দোষ সমন্বিত বিপুল তত্ত্বগত ঐতিহাসিক বিবরণ ছেঁটে বাদ দিয়ে বা তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কোনো নতুন রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী সামাজিক বস্তুনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না তাকে রেখে দিয়ে, তার ভ্রান্তি এবং পক্ষপাতিত্ব থেকে শিক্ষা নিয়ে লিঙ্গ রাজনৈতিক প্রভাব কে সার্বিক মাধ্যমে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নতুন অভিব্যক্তির প্রতিস্থাপন করতে হবে। সেই কারণে এই দৃষ্টিকোণকে বিনির্মাণ এবং পুনর্গঠন দ্বারা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

DUMKAL COLLEGE • MURSHIDABAD

☐ মূল স্রোতের রাজনৈতিক তত্ত্ব কখনোই পুরুষ ও নারীর অনুভূত অভিজ্ঞতাগত পার্থক্য কে কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হিসাবে স্বীকার করতে চেয়না। প্লেটোর আদর্শ অনুযায়ী নারী অভিভাবক সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারলেও মূল স্রোতের দুটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রথমত নারী কে ভাবা হয়েছে পুরুষের সুখ, আবেগ, ভাইটাল যোগান দেবার আংশিক অনুষঙ্গিক কারী হিসাবেই। প্রাচীন গ্রীক দর্শনে বিশেষত অ্যারিস্টটলের রচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে Rational soul is not present at all in a slave, in a female it is in opearative, (and) in a child undeveloped অর্থাৎ বেশ কয়েক দেখানো হয়েছে নারী স্বভাবতই যৌবিক চাহিদার প্রতিফলন বিশুদ্ধ পুরুষ যুক্তিশীলতার প্রতীক। দ্বিতীয়ত মূল স্রোতের চিন্তায় নারীর একটি পৃথক অথচ পরস্পর বিরোধী ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। আপাত ভাবে সর্বজনীন হিসাবে তুলে ধরে নারীর স্বতন্ত্র অবস্থান কে পুরুষ বিরোধি হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। পুরুষ স্বাভাবিক বিষয় নারী সেখানে বাধ্য স্বরূপ। সিমন দ্য বোভোয়ার তার Second Sex গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন He is the Subject, he is the absolute —— She is the other স্বাভাবিক হিসাবে পুরুষ কে স্বাভাবিক ব্যক্তি হিসাবে ধরা হয় নারীকে নয় এবং তার জীবিত প্রাকৃতিক আইন পালন হয়।

DUMKAL COLLEGE · DUMKAL · MURSHIDABAD · ESTD. 1999

COLLEGE · DUMKA

4. উত্তর আচরণবাদ বলতে কী বোঝ? এর মূল বৈশিষ্ট্য গুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর? ০১? অথবা প্রসঙ্গ → MARK – 6 18.4.10

■ — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা অব্যবহিত পরে দুটি দশকের বিরুদ্ধে আচরণবাদ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানে পরিণত করার বস্তুনিষ্ঠ মনোভাব প্রতিষ্ঠা দাবি নিয়ে আসরে হাজির হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিশেষত বিংশ শতকের ষাটের দশকে তা খানিকটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল। আচরণ বাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুলি ছিল তার গোঁড়ামি রক্ষণশীলতা এবং প্রয়োগ যোগ্যতা নিয়ে। আচরণবাদের বিরুদ্ধে এই নতুন প্রবণতা হল উত্তর আচরণ বাদ।

■ — উত্তর আচরণবাদী আন্দোলনের মূল প্রবক্তা ছিলেন আচরণবাদের এক সময়ে বিশিষ্ট প্রবক্তা ডেভিড ইস্টন। ইস্টন আচরণ বাদের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মার্কিন রাষ্ট্র বিজ্ঞান সংস্থার তরুণ সদস্যদের প্রগতিবাদী আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানান। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার যে উত্তর আচরণবাদ, আচরণবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া হলেও পূর্বাবস্থার পক্ষপাতী বা রক্ষণশীল ছিলনা। এর মূল লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান কে এক নতুন লক্ষ্যমুখে চালিত করা। ইস্টনের নিজের ভাষায় বলেছেন যে "The new development is, then, a genuing revolution, not a reaction,; a becoming not a preservation, a reform not a counter reformation."

বৈশিষ্ট্য :— উত্তর আচরণবাদী চিন্তার সাধারণভাবে সমাজ যোগ্য কতগুলি ধারণা বা বিশ্বাস রয়েছে। ডেভিড ইস্টন এই গুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে তুলে ধরেছেন।

(i) — কৌশলের আগে অবশ্যই বিষয় বস্তুকে গুরুত্ব দিতে হবে। আচরণ বাদের বক্তব্য ছিল "It is better to be wrong than vauge" সে ক্ষেত্রে উত্তর আচরণ বাদে মূল কথা হল Held better to be vague than non — relevantly precise — অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে নির্ভুল হওয়ার চেয়ে অস্পষ্ট হওয়া অনেক ভালো।

(ii) — আচরণবাদে অতিরিক্ত বাদী বক্তব্য শীলতাকে গোপন করার প্রচেষ্টা তথ্য ও ঘটনার উপলব্ধিকে বাধা দিয়েছে।

(iii) — রাজনীতির বর্তমান বাস্তবতাকে করতে গিয়ে আচরণবাদ বাস্তবতার সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে। উত্তর আচরণবাদ সেই বাধাকে অতিক্রম করতে চায়।

(iv) উত্তর আচরণবাদের মতে রাজনীতিতে মূল্য বোধের সার্বিক গুরুত্ব অদ্ভুত নয়, কাম্য নয় ... এর উপর মূলত নির্ভরশীল।

(v) — বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় মানুষ হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষক, অধ্যাপক, পণ্ডিত, সকলের দায়িত্ব হলো মানবিক মূল্যবোধকে রক্ষা করা।

(vi) — বুদ্ধিজীবিদের বিশেষ দায়বদ্ধতা হল অর্জিত জ্ঞান সমাজ পুনর গঠনের কাজে প্রয়োগ করা।

<u>সমালোচনা</u>:

(i) — রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আচরণবাদে ভুল ভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করার একটি প্রতিবাদী প্রয়াস হিসাবে উত্তর আচরণ বাদকে গন্য করা গেলেও সে নিজেই তা বিশ্বাসে যোগ্যতা প্রতিষ্ঠায় সফল হতে পারেনি।

(ii) — দ্বিতীয় সমালোচনা হল উত্তর আচরণ বাদ অতীত এবং বর্তমানের রাজনৈতিক ধারার মধ্যে যোগ বন্ধনের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা সঠিক ভাবে রক্ষিত হয়নি।

(iii) — সার্বিক ভাবে বিচার করলে দেখা যায় পরিবর্তিত সংকট কালীন পরিস্থিতিতে উত্তর আচরণবাদ বাস্তব সত্যকে জানার ভান করেছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এটি আচরণ বাদেরই পরিমার্জিত রূপ ছাড়া কিছুই নয়।

⊙ — সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় উত্তর আচরণ বাদ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি যেমন আস্থা রেখেছে তেমনি আচরণ বাদে ইতিবাচক দিকগুলিকেও গ্রহণ করেছে যা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

———— × ————

Raju Sardar

DUMKAL COLLEGE · MURSHIDABAD · ESTD 1986

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারনা আলোচনা কর। (1)

উত্তরের গঠন :

ভূমিকা — রাষ্ট্র সংক্রান্ত মার্কসীয় তত্ত্বের অনন্যতা - Engels কৃত রাষ্ট্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি বিষয়ক ব্যাখ্যা - রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সমূহ - সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারনা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ - মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনা - উপসংহার।

"রাষ্ট্র" সম্পর্কে মার্কসীয় ধারনা, তথা "মার্কসীয় নীতি (Marxist Preinciple of State) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণাটি "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ" (Historical Materialism) - এর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। Karl Marx, Freederich Engels, V.I. Lenin, J.V. Stalin, Mao-Tse-Tung এবং Antonio Greamsci-এর বিভিন্ন রচনায় এই ধারণা বিধৃত আছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা নিবদ্ধ রয়েছে — "The Class Struggle in France" ( ), "The German Ideology" ( ), "The Gotha Program ( ), "Communist Manifesto" (1848), "The Origin of the Family Private Property and the State" (=OFPPS,), "The State" ইত্যাদি রচনাতে।

"রাষ্ট্র" সংক্রান্ত মার্কসীয় নীতিটি "অভূতপূর্ব" এবং "অভিনব"; এটি অভূতপূর্ব কারণ, এর পূর্ববর্তী অন্য কোন ধারণা, তত্ত্ব বা মতবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব, বিকাশ এবং প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। আবার, এই ধারণাটি অভিনব কারণ, এটি রাষ্ট্রের "ঐশ্বরিক মতবাদ", "ভাববাদ", "জৈব তত্ত্ব", "বিবর্তনমূলক ধারণা" বা "সামাজিক চুক্তি মতবাদ" ইত্যাদি প্রচলিত প্রত্যয়গুলিকে খণ্ডন করে দেখিয়েছে যে, রাষ্ট্র কোন "চিরন্তন প্রতিষ্ঠান" নয়; বস্তুর মতোই রাষ্ট্রের উদ্ভব, বিকাশ ও বিলুপ্তি অনিবার্য। সুতরাং মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

DUMKAL COLLEGE, DUMKAL, MURSHIDABAD

Engels-এর "OFPPS"-গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সামগ্রিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ"-এর আলোকে রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন যে—

a) "আদিম সাম্যবাদী" সমাজে "ক্ল্যান" বা 'বংশ পরম্পরা-কেন্দ্রিক গোষ্ঠী'তে মানুষ সুসংবদ্ধ ভাবে বাস করত। এই ক্ল্যান ধরনের গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ছিল— রীতিনীতি, প্রথাগত অনুশাসন, বয়স্ক ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব। এই সমাজে "সাম্য(Equality)" ছিল।

b) উৎপাদনের উপকরণ"-এর বিকাশের ফলে, স্থায়ী ভাবে উর্বর অঞ্চলগুলি বসবাসের ফলে, গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রয়োজনের তুলনায় "অতিরিক্ত/উদ্বৃত্ত ফসল" উৎপাদিত হতে থাকল।

c) এই "উদ্বৃত্ত সম্পদ" সমাজে 'লোভ'(Greed) সৃষ্টি করে এবং গোষ্ঠীপতিরা "বলপ্রয়োগের মাধ্যমে"(By force) উদ্বৃত্ত সম্পদকে আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ, "সামাজিক সম্পত্তি" "ব্যক্তিগত সম্পত্তি"(Private property)-তে পরিণত হয়।

এবং d) বলপ্রয়োগের জন্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে শাসক/শোষক শ্রেণী, সেটি হল "রাষ্ট্র"(STATE)।

এই ব্যাখ্যা থেকে রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় ধারণার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়—

i) 'রাষ্ট্র' হল একটি "ভূখণ্ডীয় বলপ্রয়োগমূলক প্রতিষ্ঠান" যা অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে (আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে) স্বতন্ত্র!

ii) 'রাষ্ট্র' হল একটি "অস্বাভাবিক, অদৃশ্য শাসন যন্ত্র"। V.I. Lenin বলেছেন যে, রাষ্ট্র হল 'শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার' যার উদ্দেশ্য হল নিপীড়ন ও বলপ্রয়োগ এবং যার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি হল শাসন-বিভাগ, কারাগার, আইন, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি।

DUMKAL COLLEGE · DUMKAL

iii> আদিম সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে "শ্রেণীবিভক্ত ঐতিহাসিক সমাজে"। অর্থাৎ, রাষ্ট্র কোন "শাশ্বত সংস্থা" নয়।

iv> প্রত্যেক শ্রেণী-বিভাজিত "বৈর"-সমাজে রাষ্ট্র শোষক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে, শোষিত জনগণের উপর বল প্রয়োগের মাধ্যমে।

v> রাষ্ট্র "উপরিসৌধে অবস্থিত" এবং যাবতীয় রাজনীতি এর উৎস।

vi> যেহেতু, মার্কসীয় বীক্ষায়, প্রত্যেক সমাজের "মতাদর্শ" (Ideology) হল, শোষক শ্রেণীর মতাদর্শ, তাই রাষ্ট্র সাধারণত শোষক শ্রেণীর মতাদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হয়।

vii> রাষ্ট্র হল একটি 'ঐতিহাসিক উদ্ভব' যা বলপ্রয়োগের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এবং, viii> রাষ্ট্র পরিচালনার উৎস হল নাগরিকদের থেকে সংগৃহীত 'কর' (Tax)।

প্রত্যেক শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের মতো "পুঁজিবাদী সমাজ"-এও রাষ্ট্র মূলত: পীড়নমূলক ভূমিকা পালন করে, সংখ্যালঘু পুঁজিপতি শ্রেণী-এর স্বার্থ রক্ষা করে। "বুর্জোয়া রাষ্ট্র" আপাত দৃষ্টিতে "প্রগতিশীল", "জনকল্যাণকামী" ও "নিরপেক্ষ" প্রতিভাত হলেও, তা ভ্রান্ত; কারণ, "সার্বজনীন ভোটাধিকার", "সংসদ", "সরকারের পরিবর্তন" "প্রকৃত গণতন্ত্র" (Real Democracy) নয়। তাই সফল "বিপ্লব" (Revolution)-এর মাধ্যমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণী ও "কমিউনিস্ট পার্টি" সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা পূর্ববর্তী সমস্ত "শোষণমূলক রাষ্ট্র" ব্যবস্থার তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণ:

ক> "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র" সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দ্বারা ও পক্ষে পরিচালিত হবে;

খ> এই রাষ্ট্র "ব্যক্তিগত সম্পত্তির" অবসান ঘটিয়ে "সম্পদের সামাজিকীকরণ" ঘটাবে;

গ> এই রাষ্ট্র প্রকৃত "জনকল্যাণ" ও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবে;

ঘ> এই রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করবে কেবল "প্রতিবিপ্লব" রোধ করতে।

এবং ৫) সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিশাল সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে এই রাষ্ট্র ব্যবহৃত হবে।

কিন্তু, রাষ্ট্র-সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণাটি বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। এগুলি নিম্নলিখিত:

১) মার্কসবাদে রাষ্ট্র 'শুধু' 'নেতিবাচক'-শ্রেণীশোষণের যন্ত্র বা বলপ্রয়োগের হাতিয়ার মাত্র। কিন্তু, আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক নাগরিক কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শাসিত হয় না, রাষ্ট্র স্বেচ্ছা-সম্মতি অর্জনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

২) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও বলপ্রয়োগের, আমলাতান্ত্রিকতার প্রবণতা থেকে যায়, কারণ 'শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব' (dictatorship of the proletariat) ক্রমে 'শ্রমিক শ্রেণীর উপর একনায়কত্ব'-এ (dictatorship on the proletariat) রূপান্তরিত হয়। ফলে, রাষ্ট্রের শোষণমূলক চরিত্র সমাজতন্ত্রেও অপরিবর্তিত থাকে।

৩) মার্কসীয় তত্ত্ব দাবী করে যে, আধুনিক সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হয়ে যাবে ও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে- "The state shall wither away"! কিন্তু, এই ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্ত, অবাস্তব! শ্রেণীহীন সমাজে বহু অন্য ভূমিকা রাষ্ট্র ব্যতীত সম্পাদন করা যাবে না! এক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের মতোই অন্য কোন বিশেষ সংস্থা নির্মিত হয়ে উঠবে।

৪) রাষ্ট্র সমাজ-বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান নয়। রাষ্ট্র উপরিসৌধেরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ যা সমাজ থেকেই সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্র হল শ্রেণী শোষণের যন্ত্র- এই মৌলিক প্রতিপাদ্য মার্কসীয় রাষ্ট্র-ধারণার ভিত্তি। এই প্রত্যয়ের আংশিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, এই তত্ত্ব অসাধারণ; সভ্যতার ইতিহাসের গতিতে যেমন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে, তেমনি এর বিলুপ্তি-ও যে অনিবার্য এই সত্যকে উন্মোচন করে এই তত্ত্ব! এবং মানুষ সমাজবিচ্ছিন্ন পৃথক প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করে শোষণ থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারবে না, রাষ্ট্রের উচ্ছেদন ও 'বিপ্লব' জরুরী- এই আদর্শকেও এই তত্ত্ব স্থাপন করে!

...UMKAL · MURSHIDABAD